যুগান্তর

তারিখ ...18 JUL 2007...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষায় ড্রপ আউট

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়া বা ড্রপ আউট বাড়িতেছে। পাশাপাশি এখনও তিন শতাংশ শিশু স্কুলে যায় না। সরকারি এক জরিপে জানা যায়, ড্রপ আউটের হার ৪৮ ভাগে দাঁড়াইয়াছে, যাহা ২০০৫ সালের চাইতেও দ্বিগুণ। এই চিত্র উদ্বেগজনক। জাতীয় উন্নয়নে প্রথম সোপান হইল প্রাথমিক শিক্ষা। এই কারণেই সকল সরকারের আমলেই প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। চালু হইয়াছে উপবৃত্তি, বিনামূল্যে বই বিতরণ, বিনাবেতনে পাঠদান। উহার পরও কেন অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলে পাঠাইতে উৎসাহী হইতেছেন না? কেনইবা ড্রপ আউটের হার বাড়িতেছে? প্রাথমিক শিক্ষাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিলেও বাতির নিচে অন্ধকারের ন্যায় সরকারেরই নানা মহলের দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি এখনও সন্তোষজনক নহে। দেশের জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ দরিদ্র। তাহারা সন্তানদের উপার্জনমুখী কর্মকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট করাইতেই বেশি আগ্রহী। এই জন্য দেশে শিশুশ্রমিকের হারও বেশি। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়াই প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে শিক্ষা, উপবৃত্তি ইত্যাদি চালু করা হয়। কিন্তু দেশের অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় দুর্নীতির রাহু প্রাথমিক শিক্ষাকেও গ্রাস করিয়াছে। উপবৃত্তি লইয়া রহিয়াছে ব্যাপক দুর্নীতি ও জালিয়াতি। উপবৃত্তির টাকার একটি অংশ শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে কাটিয়া লইবার ঘটনাও ঘটে। শিক্ষক নিয়োগেও রহিয়াছে ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ। নকলবাজ শিক্ষকরা সঙ্গত কারণেই পাঠদানের অযোগ্য হন এবং শৈথিল্য দেখান। আবার প্রাথমিক শিক্ষকদের অনেকে উপযুক্ত বেতন-ভাতা পান না বলিয়া এই বাজারে কষ্টেসৃষ্টে জীবনযাপন করেন। অভাবও অনেককে দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া তোলে। শিক্ষা অধিদফতরের দায়িত্বহীনতায় জোট শাসনামলে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার উপবৃত্তি প্রকল্পের শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ হইয়াছে। এইরূপ দুর্নীতির সহিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী হইতে শিক্ষকরাও জড়িত ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত সহায়তা না পাইলে বাধ্য হইয়াই বিদ্যালয় ছাড়ে। উহারই প্রতিফলন দেখা যাইতেছে আশংকাজনক হারে ড্রপ আউট বৃদ্ধিতে। ২০১৫ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করিবার কথা বলা হইলেও সরকার গত দশ বৎসরে নিজ ব্যয়ে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নাই। শিক্ষার মানোন্নয়নে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারের আমলে প্রণীত ৭২টি সুপারিশের মধ্যে বাস্তবায়িত হইয়াছে মাত্র ১৭টি। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিলও নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদানের অর্থ ছাড় করাইতে স্থানীয় শিক্ষা অফিস হইতে মন্ত্রণালয় আর অধিদফতরে কেবল ধরনা দিতে হয়। ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না। সরকার ও দাতা সংস্থাগুলি হাজার কোটি টাকা খরচ করিবার পরও কেন প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসিতেছে না— উহার গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। একই সঙ্গে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নৈরাজ্য বন্ধে সরকারকে লইতে হইবে কঠোর পদক্ষেপ। প্রাথমিক শিক্ষাকে করিতে হইবে যুগোপযোগী ও বৈষম্যবিহীন। উহাতে ড্রপ আউটও নিশ্চয়ই কমিয়া আসিবে।